দৈনিক ইনকিলাব

১১৪

তারিখ APR. 2 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

ক্যাম্পাসে স্থাপিত মূর্তি পোড়ানোর ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ক্যাম্পাসে স্থাপিত মূর্তি পোড়ানোর ঘটনার জের ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। প্রতিপক্ষের হামলায় এক ছাত্রলীগ নেতা আহত হয়েছে। পুলিশ একজন শিবির নেতাকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, গত ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমানত হলের পেছনের পার্কে কতগুলো মূর্তি বসানো হয়। চারুকলা বিভাগের শিক্ষক ঢালী আল মামুনের নেতৃত্বে উক্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা খড় ও চট দিয়ে মূর্তিগুলো তৈরী করেছিল। গত ২৫ মার্চ গভীর রাতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী মূর্তিগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলে। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে ক্যাম্পাসের পুলিশ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা শনাক্ত করতে পারেনি। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছে শিবিরকে। গত ২৬ মার্চ ছাত্রলীগ মারমুখী অবস্থান নিয়ে শিবির বিরোধী উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের বাণিজ্য অনুষদ শাখার সভাপতি ইমতিয়াজ আউয়াল অপু আলাওল হল এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে পুলিশ আলাওল হল থেকে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ শাখা শিবির সভাপতি আবদুস সালামকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত শিবির নেতার মুক্তির দাবীতে সংগঠনের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে ক্যাম্পাসে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে সংগঠিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে ছাত্রলীগ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পাঁয়তারা করছে। শিবির নেতা ও পরীক্ষার্থী সালামের মুক্তি না দিলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায় প্রশাসনকে বহন করতে হবে বলে তারা উল্লেখ করেন। এদিকে ক্যাম্পাসে মূর্তি পোঁড়ানো ও ছাত্রলীগ নেতা অপুর ওপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অপর এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মোঃ কলিম, শফিকুল ইসলাম, আলমগীর আলী, নাসির হায়দার বাবুল, আলী মতুর্জা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আহসান কবীর বেঙ্গল ও সাধারণ সম্পাদক রাহাত উল্লাহ জাহিদ ক্যাম্পাসে স্থাপিত মূর্তি পোড়ানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আগামী রবিবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা। এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে উত্তেজনা শিক্ষার্থীদের আবারো উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ডঃ খান তৌহিদ ওসমান ক্যাম্পাসে শান্তিশৃংখলা বজায় ও সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন।